ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৩৬২
আগরতলা,২৭ সেপ্টেম্বর,২০১৮

## মহাত্মা গান্ধীর ভাবধারাকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে : রাজ্যপাল

'স্বচ্ছতা-ই-সেবা' এই বিষয়ের উপর আগরতলার মহিলা মহাবিদ্যালয়ে আজ এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল প্রফেসর কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মণিদীপা দেববর্মা ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা রাজেশ ভট্টাচার্য। আলোচনায় রাজ্যপাল বলেন, চলতি মাসের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ২রা অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে 'স্বচ্ছতা-ই-সেবা' নামে স্বচ্ছতা অভিযান চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধী যে সমস্ত বিচার, আদর্শ ও সংকল্প নিয়ে পুরোপুরি দেশের জন্য সমর্পিত ছিলেন, সেই ভাবধারাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথমে স্বচ্ছতা অভিযান দেশজুড়ে শুরু করেছে। আর এই অভিযানের মাধ্যমে আমাদের শুধু স্বচ্ছ দেশ নয়, জল-স্থল-বাতাসে যে দূষণ রয়েছে তাদের নিষ্কাশন সহ মনের দূষণও পরিষ্কার করতে হবে। এইসব দূষণের কারণে সুন্দর জীবন অতিবাহিত করার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। তাই ভারত সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্বচ্ছতা অভিযানের মধ্য দিয়ে আগামী ২ বছর ধরে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্য নিয়েছে। এই সময়ে স্বচ্ছতা অভিযান দেশের সমস্ত ব্লক, জেলা, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে আয়োজিত হবে। তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধী ভারতকে এমন এক ভারত বানাতে চাইতেন, যে ভারত তার আচার-বিচার, জীবনের মূল্যবোধ ও উন্নয়নের নিরিখে সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। এক সময় ভারত বিশ্বশ্রেষ্ঠ দেশ ছিলো। কিন্তু বিদেশীদের বার বার আক্রমণের ফলে দেশের সংস্কৃতি, গৌরব ধ্বংস হয়। ইংরেজরা ম্যাকুলা পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নষ্ট করেছিলো। এইভাবে দেশভক্তির ভাবাবেগেও আঘাত এসেছিলো। মহাত্মা গান্ধী দূষণমুক্ত, সাম্প্রদায়িকমুক্ত, অস্পৃশ্যতামুক্ত, পুরুষ-মহিলা বিভেদমুক্ত রাষ্ট্র চাইতেন। তিনি এমন রাষ্ট্র চাইতেন যেখানে পূর্ণস্বরাজ, সামাজিক ন্যায় ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ থাকবে। রাজ্যপাল বলেন, যতোদিন পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর ঐ ধরণের ভাবাদর্শ, বিচার ও রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না ততোদিন আমরা পূর্ণ স্বতন্ত্র ভারত বলতে পারি না। ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমরা সত্যনিষ্ঠভাবে প্রকৃত স্বচ্ছতা অভিযানের সফলতার মাধ্যমে দেশের জাতির জনককে সঠিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে পারবো। তিনি আশা করেন, ২০২২ সালে দেশ যখন স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী পালন করবে তখন আমাদের ভারত হবে স্বচ্ছ ভারত, দারিদ্র্যমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ও বিভেদমুক্ত দেশ। আর ২০৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীনতার ১০০ বছর পালন করবে তখন দেশ হবে বিশ্বশ্রেষ্ঠ যেমনটা ইতিহাসে ভারত এক সুর্বণ গৌরবান্বিত দেশ ছিলো। আর এটা তখনই সম্ভব যখন দেশের বর্তমান ৬৫ শতাংশ যুব সম্প্রদায় দেশ গঠনের সঠিক দায়িত্ব নেবে। অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নেন।

*****